ইসলামি সাহিত্য

বরেণ্য আরব সাহিত্যিকদের জবানে

ইসলামি সাহিত্য

অনুবাদ ও সংকলন
জহুরুল ইসলাম

নাশাত

ইসলামি সাহিত্য
অনুবাদ ও সংকলন
জহুরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানান : মুহাম্মদ ইবরাহিম

মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

মুহতারাম উসতায

শায়েখ মহিউদ্দীন ফারুকী

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

মাওলানা শামীম আহমাদ

হাফিজাহুমুল্লাহ

হরফ শিখতে শিখতে যাদের থেকে নিয়েছি জীবনের পাঠ...

অনুবাদকের কথা

সাক্ষাৎকার একটি কপাটখোলা জানালা—যা দিয়ে শরতের স্বচ্ছ আকাশের মতো এক নিমেষেই দেখে নেওয়া যায় লেখকের জীবন। লেখক-মনের ভাবনা, অবলোকন ও হাজারো কথা একের পর এক উঠে আসে নানারঙা প্রশ্নের উত্তরে। সাক্ষাৎকার মূলত একটি মুক্তমঞ্চ—যেখানে লেখক গল্প বলেন, চিন্তা বলেন। তবে এখানে বাঁধা-ধরা নিয়ম থাকে না। লেখার মূলনীতি মেনে কিছু ব্যক্ত করতে হয় না। এখানে চলে গল্প-আড্ডা এবং এই সহজিয়া কথোপকথনের ভেতর দিয়ে লেখক বলে চলেন তার দর্শন। তাই সাক্ষাৎকারের পাতায় পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় লেখকের সরলতম অবয়ব।

আরবের বরেণ্য ছয়জন লেখকের ইসলামি সাহিত্যবিষয়ক সাক্ষাৎকারের সংকলন এটি। ইসলামি সাহিত্যের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখার অনেক কথা এখানে উঠে এসেছে। চিন্তাগুলো নিখুঁতভাবে অনূদিত হয়েছে, এ-কথা বলার দুঃসাহস অনুবাদকের না থাকলেও সাধ্যমতো সুন্দর করার চেষ্টায় কসুর ছিল না, এটুকু বলার বৈধতা তার আছে।

সাক্ষাৎকারগুলো গত তিন-চার দশকে বিভিন্ন আরবি ওয়েবসাইট ও প্রিন্ট ম্যাগাজিনে প্রকাশিত— স্ব স্ব জায়গায় সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিষয়সংশ্লিষ্টতা ও উপকারিতার বিবেচনায় বাংলা ইসলামি সাহিত্য আন্দোলনের মহান সৈনিক আবদুল মান্নান তালিবেরও একটি চমৎকার সাক্ষাৎকার শেষে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

হরফের সঙ্গে অনুবাদকের ভালোবাসা ও ভাষার জগতে চোখ মেলে তাকানোর আগ্রহ তৈরির পেছনে সম্পূর্ণ অবদান শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম (মুসলিমবাজার মাদরাসা) ও মারকাযুল লুগাতিল আরাবিয়্যা বাংলাদেশের। 'হাযা কিতাবুন, যালিকা কলামুন'-এর গুঞ্জন থেকে নিয়ে আরবি ও বাংলাভাষার জগতে একটি ছোট্ট পুষ্পকলির চোখ মেলতে পারা পর্যন্ত এই দু' বাগানের যে মহান মালীরা ফোঁটা ফোঁটা পানি সিঞ্চন করে কলিটি বাঁচিয়ে রেখেছেন—এই গ্রন্থফুলের সুবাসটুকুর—যদি তেমন কিছু থেকে থাকে—হকদার তারাই।

গ্রন্থটি প্রকাশ করছে দেশের অভিজাত প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান নাশাত পাবলিকেশন। প্রকাশক আহসান ইলিয়াস ভাইয়ের প্রতি শুকরিয়া। একজন নবীন ভাষাশিক্ষার্থীর

কাঁচা হাতকে এটুকু সুযোগ করে দিয়ে তিনি বড়দিলের পরিচয় দিয়েছেন। বইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারাই জড়িত, সবার জন্য উভয় জাহানে কামিয়াবির দোয়া রইল। শুরু ও শেষের সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

জহুরুল ইসলাম
২১.০১.২০২৩ ইং

নাজিব কিলানি : ১১
তাহের আতাবানি : ১৭
আবদুর রহমান আল আশমাবি : ২৬
আদনান আলি রেজা নাহবি : ৩০
ইনসাফ বুখারি : ৩৩
ফরিদ বাইদাক : ৩৬
আবদুল মান্নান তালিব : ৩৮

শিল্প-সাহিত্যের ময়দান নষ্টদের অধিকারে চলে গেছে

—নাজিব কিলানি

নাজিব কিলানি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সাহিত্য-সমালোচক। তিনি আধুনিক ইসলামি সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তি। তার রচিত গ্রন্থ সত্তরের মতো। এর অধিকাংশই উপন্যাস, গল্প ও কাব্য-সংকলন। ইসলামি সাহিত্য নিয়ে রচিত তার বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থগুলো ইসলামি সাহিত্য-সমালোচনাধারায় চমৎকার ও শক্তিশালী সংযোজন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মিশরের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক নাজিব মাহফুজ তাকে উপাধি দিয়েছেন 'মুনাযিরুল আদাবিল ইসলামি' বা 'ইসলামি সাহিত্যতত্ত্ববিদ'।

ইসলামি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে নাজিব কিলানির অবদান অনেক। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অর্জন করেছেন 'কায়রো আরবিভাষা একাডেমি পুরস্কার', 'জাতীয় শিল্পসাহিত্য পুরস্কার', 'শিক্ষামন্ত্রণালয় পুরস্কার', 'ড. তহা হুসাইন স্বর্ণপদক' ও 'কবি ইকবাল স্বর্ণপদক'। মিশরীয় বংশোদ্ভূত এই খ্যাতনামা সাহিত্যিক ১৯৯৫ সালে নিজ মাতৃভূমি কায়রোতে ইনতেকাল করেন।

ইসলামি সাহিত্যবিষয়ক চমৎকার এ-সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি'র মুখপত্র 'আল আদাবুল ইসলামি'তে।

আল আদাবুল ইসলামি : ইসলামি সাহিত্যের মূলনীতি কী? এর সীমারেখা কতটুকু?

নাজিব কিলানি : আসলে ইসলাম সাহিত্যের কোনো শৈল্পিক আকৃতি নির্ধারণ করে দেয়নি এবং নির্দিষ্ট শৈলীতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে; এর বাইরে যাওয়া যাবে না- এমন বাধ্যবাধকতাও এখানে নেই। ইসলাম শুধু বিষয় বা চিন্তার উপাদানটুকু আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। এটাকে উপজীব্য করে যেকোনো আঙ্গিকে সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে।

এখানে বোঝার বিষয়, ইসলামের দর্শন পৃথিবীর অন্যান্য মানবদর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন ধরুন, কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অন্যায়মুখী। তাই মিথ্যা, কপটতা, কাপুরুষতা- এগুলো তার মৌলিক স্বভাব। কোনো কোনো দার্শনিক বলেন, শিল্পের লক্ষ্য কেবল শিল্প। সে অন্য কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম নয়। এরাই হল 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা 'আর্ট ফর আর্ট'—স্লোগানের প্রবক্তা।[১]

[১] Art for art's sake : শিল্পের জন্য শিল্প- এটা দ্বারা যে ধারণা প্রকাশ করা হয়, তা হলো- শিল্পসৃষ্টির পেছনে কোনো নৈতিক উদ্দেশ্য নেই। কোনো উপযোগিতামূলক আদর্শ সেখানে ক্রিয়াশীল নয়। (কবীর চৌধুরী, সাহিত্যকোষ, মাওলা ব্রাদার্স)

বিপরীতে একজন মুসলিম শিল্পীর থাকে স্বতন্ত্র চিন্তা-দর্শন এবং তা হয় জীবন ও জগদ্ব্যাপী। তার এ-ও বিশ্বাস থাকে যে, শিল্পের সঙ্গে এক মহান উদ্দেশ্য জড়িত। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- এমন মনন গঠন করা, যা হবে সত্য-সুন্দরের আলোয় উদ্ভাসিত।

ইসলামি শিল্প-সাহিত্যের ময়দান অনেক প্রশস্ত। এখানে সমকালীন ও বাস্তব বিষয়ের যেমন দখল আছে, তেমনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাখ্যানও এখানে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। একইভাবে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সবই এর অন্তর্ভুক্ত এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এর ব্যাপ্তি। এই সাহিত্যের সম্পর্ক মুসলমানদের সঙ্গে এবং পৃথিবীর আনাচেকানাচে থাকা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে।

আল আদাবুল ইসলামি : আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমকালীন সাহিত্য ও চিন্তার যে জগৎ তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন জানতে চাই।

নাজিব কিলানি : সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, সেখানে গল্প উপন্যাস নাটক কবিতা চলচ্চিত্র ও আর্টসহ শিল্পের যত শাখা আছে, সব নানা অনৈতিকতা, উপনিবেশিক ও বর্ণবাদী চিন্তায় পিষ্ট। সেসব সাহিত্যের সর্বত্রই ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উন্মত্ত চিন্তার ছাপ প্রকট এবং সেগুলো প্রতিনিয়তই নির্মল জীবনের চিত্র উপেক্ষা করে চলেছে। পশ্চিমাবিশ্ব এই যে আদর্শিক ও চিন্তাগত দোদুল্যমানতার শিকার, এর জালে আটকে পড়া আমাদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। তবু আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা আজ পাশ্চাত্যের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাদের সাফাই গেয়ে বেড়াচ্ছে এবং কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই তাদের পথ অনুসরণ করছে।

আমাদের সাহিত্য তো আমাদের ঐতিহ্য ও বাস্তবতার কথা বলবে। আমাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলবে। এখানে তো থাকবে আমাদের আত্মিক মূল্যবোধের কথা।

এখানে একটি বোঝার বিষয় আছে। বাইরে থেকে আমদানি করা নিত্যনতুন বিষয়ে গা ভাসিয়ে দেওয়ার নামই উন্নতি-অগ্রগতি নয়। এই বিচারহীন অনুসরণ অনেক সময় পিছিয়ে পড়ারও কারণ হয়। আমি এটা বলছি না যে, আমরা আমাদের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে আঁধার প্রকোষ্ঠে বসে থাকব এবং বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সংকীর্ণ চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকব। শিল্প-সাহিত্যে উন্নতির জন্য তো পৃথিবীর খোলাপাতা থেকে আমাদের উপাদান গ্রহণ করতে হবেই; তবে সেটুকু করতে গিয়ে মূল থেকে যেন আমরা সরে না যাই। আমাদের স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য ও শাশ্বত মূল্যবোধ যেন হারিয়ে না ফেলি।

আল আদাবুল ইসলামি : অনেকে মনে করেন, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা মানুষকে মূল থেকে সরিয়ে দেয়। আবার এটাও তো বাস্তব যে, মানোত্তীর্ণ সৃষ্টির জন্য কিছুটা স্বাধীনতাও প্রয়োজন। তো একজন ইসলামি সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও রক্ষণশীলতা একই সময় ধারণ করে চলা কীভাবে সম্ভব বলে মনে করেন?

নাজিব কিলানি : দেখুন, মুক্তচিন্তা শুধুই একটা স্লোগানের নাম নয়; বরং এর জীবন্ত এক রূপ রয়েছে এবং বাস্তব জীবনে তা কার্যতই মেনে চলতে হয় ও চর্চা করতে হয়। আর স্বাধীনতা বলে আপনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন, তাও শুধু লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এরও প্রয়োগ আছে এবং সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে এটা বড় চালিকাশক্তি।

তবে এটা অসম্ভব নয় যে, পাশ্চাত্য কোনো একদিন প্রাচ্যের দিকে মুগ্ধতা ও মর্যাদার দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে। পশ্চিমারা এতদিনে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ইসলামি সভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে গ্রহণ না করলে কোনোদিন তারা মহৎ জীবনের ভিত্তি দাঁড় করাতে পারবে না। ফলে তারা এখান থেকে আঁজলা ভরে নিতে শুরু করেছে এবং এর রূপরেখা অনুসরণ করতে শুরু করেছে। তারা আমাদের ভাষা শিখেছে, এমনকি আমাদের জ্ঞানের শাস্ত্রগুলো অনুবাদ করেছে; বরং আমাদের জীবনশৈলীও তারা গ্রহণ করেছে। আমাদের কবিতা ও সঙ্গীত থেকেও তারা গ্রহণ করেছে। এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে মহাকবি দান্তের গ্রন্থ 'দ্য ডিভাইন কমেডি'তে। সেখানে তিনি আমাদের কবি আবুল আলা মাআররির 'রিসালাতুল গুফরান'র শৈলী নকল করেছেন।

বাস্তবতা হল, আমাদের সভ্যতা নিজেই এক শক্তিশালী উদারচিন্তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। যার ফলে এই সভ্যতা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিদের উপহার দিতে পেরেছে।

আর মুক্তচিন্তার প্রবক্তাদের দাওয়াতি মিশন মূলত মানুষকে তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস। তারা একে দর্শনও বলে। তাদের এ দর্শনের মূলকথা হল, সবধরনের আকিদা ও চিন্তার দায় থেকে মুক্তি নিতে হবে এবং সমস্ত মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, এইসব স্লোগানের বাজারজাতকারীরা বলে, এটা তাদের 'নীতিগত অবস্থান'(!?)। কখনো তারা একে বলে অস্তিত্ববাদ। এই 'মহৎ' মতবাদের আবার নানা মূলনীতিও আছে তাদের কাছে।

এই নয়া মতবাদ ইউরোপে তো খুব চলে; কিন্তু দুঃখের কথা, চিন্তার দাসত্বে বন্দি এই প্রাচ্যও এখন কুড়িয়ে কুড়িয়ে এর মার্কেটিং শুরু করেছে এবং একে এক নতুন 'দীন' হিসেবে কবুল করতে চাচ্ছে। ফলে সে পতিত হতে চলেছে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। এটাই এখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মরণদশা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখলে এই অধঃপতনের চিত্র স্পষ্টই দেখা যায়।

তবে আমি বলব, রক্ষণশীল ইসলামি সাহিত্যিক হবেন একজন স্বকীয় চিন্তা ও আকিদার মানুষ। তার হৃদয়ে থাকবে স্পন্দন। কর্মে থাকবে প্রেরণা। তিনি তার

আকিদা ও বিশ্বাসের সামনে অন্য সবকিছু তুচ্ছজ্ঞান করবেন। চিন্তাযুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি জীবন-মৃত্যু ও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করবেন না। তিনি তার সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি দিয়েই সব মাপবেন।

আল আদাবুল ইসলামি : চিন্তাযুদ্ধের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পক্ষাবলম্বনকে কীভাবে দেখেন? নিরপেক্ষ না হয়ে তর্কের ময়দানে নামলে কি কাঙ্ক্ষিত ফল আসে? এ কারণে তো ইসলামপন্থিরা অনেক সমালোচিত। পত্র-পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে মৌলবাদী, গোঁড়া, পশ্চাৎপদ- এসব অভিযোগই শুধু দেখা যায়!

নাজিব কিলানি : একজন শিক্ষিত মানুষ চিন্তা বা দলের ক্ষেত্রে যেকোনো মত গ্রহণ করতে পারেন। এটাকে আমি দোষের বলি না। আমার মূলত যেটাতে আপত্তি, তা হল- গৃহীত এই পক্ষ বা চিন্তাটাই যখন হয় ত্রুটিযুক্ত।

চিন্তাশীল মানুষমাত্রই পক্ষাবলম্বন করবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। তবে কথা হল, কোনো একটা চিন্তার পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়ার আগে সেটা সম্পর্কে ভালো করে অবগত হওয়া উচিত। ইসলামবিদ্বেষী অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আলাপচারিতার পর আমার অভিজ্ঞতা হল, তারা ইসলামের ম্যাসেজ ও মূলনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাই রাখে না। তাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করে ইসলামবিদ্বেষী মিশনারি অথবা প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকে। ইসলামকে ভালো করে বোঝার জন্য গভীরভাবে পড়া বা গবেষণার খাটুনিটুকু তারা করতে চায় না।

তাই আমি বলি, চিন্তকের জন্য পক্ষাবলম্বন এবং স্বচিন্তা আঁকড়ে রাখা দোষের নয়- যদি তিনি পূর্ণ অবগত হয়ে বুঝে সচেতনভাবে তা গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পক্ষ গ্রহণটা যখন হয় হিংস্রতা ও আক্রমণের প্রবণতা থেকে, তখন এটাকে নিন্দা করতেই হবে।

বস্তুত একশ্রেণির বিপথগামী বুদ্ধিজীবী ইসলামের প্রতি চৈন্তিক সন্ত্রাস লালন করে এবং তারা নিষ্ঠাবান ইসলামপন্থিদের মৌলবাদী পশ্চাৎপদ বলে গালমন্দ করে। তাদের এই প্রবণতা থেকেই আজকের শিল্প-সমালোচনার জগৎ বাস্তবতা ও মূলের প্রতি এক মারাত্মক সংহারী রূপ ধারণ করেছে। এই উপর্যুপরি সমালোচনার কারণে ইসলামপন্থিরা নিজেদের আবিষ্কার করতে শুরু করেছে এক বধ্যভূমিতে। শিল্প-সাহিত্যের ময়দান এখন নষ্টদের একচ্ছত্র অধিকারে চলে গেছে। সেখানে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তারা শিল্পের চর্চায় 'ব্রত'। তাদের চর্চিত সেই চিন্তা ও শিল্পে ভালো করে কান পাতলে শোনা যায় শুধু চিৎকার আর বিষাদের হাহাকার।

আল আদাবুল ইসলামি : সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ওঠার পর আপনার দৃষ্টিতে একজন সমসাময়িক সাহিত্যিকের মধ্যে কী কী যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা দরকার?